65

তারিখ 21 MAY 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

গণহারে নকল ঃ ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

এবারের এসএসসি পরীক্ষা রেখে গেছে একটি কালিমা মাখা অধ্যায়

মোঃ আবদুর রহিম ॥ চট্টগ্রাম বোর্ডে বাংলা প্রথম পত্র ও ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা নতুন করে নেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করায় দেশের ৫ বোর্ডের অধীনে এবারের এসএসসি পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় গণহারে নকল, ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পরীক্ষা বহাল রাখার মত ঘটনা এবং অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে অরাজক অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি মিলিয়ে রেখে গেছে '৭২-এর পরীক্ষার মত আর একটি কালিমা মাখা অধ্যায়। পরীক্ষার ক্ষেত্রে মেধা এবং নকল এ দু'টি বিষয় পাশাপাশি অথচ বিপরীতমুখী নকল থাকলে মেধা যাচাইয়ের পথ থাকে না। আবার মেধা যাচাইয়ের কথা বললে নকলের কোন অবকাশ থাকে না। মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে '৭২ সালের নকল, কালিমা লেপনের মাইলস্টোন স্থাপন করে গেছে। '৭২-এর নকলের কালিমা এখনও মিশে যায়নি। এমতাবস্থায় চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকলের ব্যাপকতা আরো একটি মাত্রা যোগ করে গেল। এর জের জাতিকে কতদিন বইতে হবে তা ভবিষ্যতই বলে দেবে। মূলত '৭২-এর পর থেকে নকল প্রবণতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। নকল প্রতিরোধ করতে তখন ব্যাপক লিখা

(১১-এর পাতায় দেখুন)

এবারের এসএসসি পরীক্ষা রেখে গেছে একটি কালিমা মাখা অধ্যায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লিখি হয়েছিল। নকলের বিপক্ষে গণমত সৃষ্টি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে নকল প্রতিরোধে বহু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক-পাঠ্যসূচী পরিবর্তন হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি এরই ফলশ্রুতি। শিক্ষা বিভাগের অনেক চিন্তা-শ্রম ব্যয়ের ফসল বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি। উন্নত দেশসমূহের ন্যায় এদেশেও এসএসসি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি সংযোজন করা হয়; তবে হুবহু নয়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর পর দ্বিতীয় বছরে বিগত সরকার নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রায় হুবহু করার পদক্ষেপ নিলে একটি স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহল নতুন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উস্কে দেয়। ফলশ্রুতিতে ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন থেকে বিরত হয়। উল্লেখ্য, এবারের এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে পদক্ষেপ অনুযায়ী। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক না থাকা এবং রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় অংশে পৃথক পৃথকভাবে পাসমার্ক উঠানোর বাধ্যবাধকতা।

নতুন নিয়মের পাশাপাশি এবার যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং নতুন সিলেবাস দেয়া হয়েছে– যা পরীক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয়। তা ছাড়া সিলেবাস বদলানো হয়েছে ৪ বারের বেশী। এবারের এসএসসি পরীক্ষার পাঠ্যসূচী ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের তো বটেই; শিক্ষকদেরও আয়ত্তের বাইরে। এ অবস্থায় এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের হার অনেক নীচে চলে আসার আশংকা করা হচ্ছিল। একই কারণে আশংকা করা হচ্ছিল অবাধ নকলের। হয়েছেও তাই। এর সাথে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নকলের ব্যাপকতাকে আরো বেশী প্রভাবিত করেছে প্রশ্ন ফাঁসের কারণে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার কারণে। পরীক্ষার হলের পরিদর্শকরা কঠোরতা আরোপের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে এবং প্রভাবশালীদের সহায়তা পেয়ে অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই পরীক্ষার্থী, বহিরাগত, প্রশাসন এবং এলাকার রাজনৈতিক মহলও নকলের সাথে জড়িয়ে পড়ে। নকল হয়ে পড়ে লাগামহীন। অনেক্ষেত্রে পরিদর্শকরা নকলের ব্যাপকতার কারণে পরীক্ষা হলে কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ফলে নকলের তুলনায় বহিষ্কারের সংখ্যা যৎসামান্য। নকলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল পরিদর্শক, কেন্দ্র সচিব, পুলিশ, এমনকি জেলা প্রশাসকের স্ত্রী পর্যন্ত। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার করে। কিন্তু নকলের অভিযোগে বহিষ্কার হয় মাত্র ৪ জন বা হাতেগোনা কয়েকজন। এর পরও এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নকলের কারণে বহিষ্কারের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। তন্মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৫ সহস্রাধিক, রাজশাহী বোর্ডে ৮ সহস্রাধিক, কুমিল্লা বোর্ডে ৩ সহস্রাধিক এবং যশোর ও চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রায় ২ হাজার করে।

এ ধরনের গণনকলের মধ্য দিয়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে না। তাই এবারের পরীক্ষার ফলাফল হবে অনেকটা গণপাসের মত এবং এর জের জাতিকে কতদিন বইতে হবে, তা ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

পরীক্ষার প্রায় সব প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণে বহু চিন্তা-ভাবনা, সময় ক্ষেপণ ও অর্থ ব্যয় করে ১টি বোর্ডের মাত্র দু'টি পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়ার নজির কোথাও আছে বলে জানা নেই। আসলে পরীক্ষা বাতিল এবং বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পুনরায় পরীক্ষা বহাল রাখার বিষয়টি পরিকল্পিত নাটকের, মহড়া বলেই অভিজ্ঞমহল মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, বারবার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা এবং ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে গৃহীত পরীক্ষা বহাল রাখার ঘটনা ছাত্র সমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দেবে।